মনে হত বুকের মধ্যে বাতাস খেলে যাচ্ছে। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে কখনও ওকে আড়ষ্ট হতে দেখিনি। ধীরে ধীরে আমি ওর সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছিলাম অজান্তেই। মনে হয়েছিল ওকে ছাড়া বাঁচা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, যে কোনও মূল্যে ওকে আমার চাই।

মা-বাবার একমাত্র সন্তান গীতিকা ছোট থেকেই খোলামেলা পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছিল। বাবা রেলওয়েতে কাজ করতেন। গীতিকা যখন ক্লাস ইলেভেনে, হঠাৎ করে ওর বাবা মারা গেলেন। রেলওয়ের কোয়ার্টার ছেড়ে মা-মেয়ে ভাড়াবাড়িতে এসে উঠল। কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে বন্ধুরা মিলে দল বেঁধে কতবার ওদের ভাড়াবাড়িতে গিয়েছি। ওদের বাড়িতে গানের আসর বসিয়েছি। পিকনিক করেছি। লুকিয়ে চুরিয়ে কতবার ওর হাত ছুঁয়ে দিয়েছি, আড়চোখে ওর সৌন্দর্য গিলে খেয়েছি। শুধু ভীরুতার কারণে অথবা লজ্জায় ওকে কথাটা বলে উঠতে পারিনি। প্রায় মনে হত, ও আগে কথাটা বলুক, তারপর আমি।

কখনও কখনও ও খুব চুপচাপ হয়ে পড়ত। বন্ধুদের সঙ্গ এড়িয়ে চলত। কিছু একটা ভাবত। মনে হত ও খুব ভয়ে ভয়ে আছে অথবা কিছু একটা চাপার চেষ্টা করছে। গভীর একটা বিষণ্ণতা ওকে ঢেকে ফেলেছে। কিন্তু ওর বিষণ্ণতার কারণ কখনওই জিজ্ঞেস করিনি।

ও যেদিন সুইসাইড করল, তার ঠিক দিন পাঁচেক আগে ওর একটা চিরকুট পাই। ও আমাকে লিখেছিল, আমার একটা অবলম্বন চাই, তুমি হবে আমার অবলম্বন? খুব নিরাপত্তানহীনতায় ভুগছি। পাড়ার দু'জন ছেলে আমাকে উত্যক্ত করে মারছে। ওদের অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। কী করব বুঝতে পারছি না।

চিঠিটা পেয়ে আমি আপাদমস্তক কেঁপে উঠেছিলাম। পরদিন কলেজ মাঠের পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় ওকে বলেছিলাম, আমি প্রস্তুত। আমাকে তুমি যে কোনও পরিস্থিতিতে ডাকতে পারো।

কিন্তু আমি ওর নীরব চোখের ভাষা বুঝতে পারিনি, বা বোঝার চেষ্টাও করিনি। ও যেদিন রাতে ওড়না জড়িয়ে আকাশে উড়ান দিয়েছিল সেদিন ইভটিজিংয়ের মাত্রা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, ও থানায় যেতে বাধ্য হয়, কমপ্লেন করে। থানার পুলিশ ওকে বলেছিল, আপনি নিশ্চিন্তে ফিরে যান, আমরা দেখছি।

গীতাকে আমি বাঁচাতে পারিনি। আমার কাপুরুষোচিত স্বভাব আমাকে ঝামেলার মধ্যে ফেলেনি। কলেজের মাঠে আমি কি ওর দু'চোখে আতঙ্কের ছবি দেখিনি? আমি কেন ওকে সে সময় সাহস জোগাতে পারিনি? আমি কেন প্রকৃত ঘটনা জানার চেষ্টা করিনি, কেন সে সময় ঝাঁপিয়ে পড়িনি ওকে বাঁচাতে? এরকম অনেক কেন-র উত্তর আমি আজও খুঁজে যাচ্ছি।

অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে পরে যখন আমি দরজা বন্ধ করে বালিশে মুখ লুকিয়েছি, তখন বুঝতে পেরেছি, আমার আত্মার মৃত্যু ঘটেছে। আমার একান্ত ভালোবাসাকে আমি বাঁচাতে পারিনি।

...

অরুণাংশু আর ওর দুই বন্ধু আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। একজন রাজীব দাস, সাংবাদিক, অপরজন, বিশ্ববন্ধু চক্রবর্তী, একই কাগজের চিত্রসাংবাদিক। অরুণাংশু ওর দুই বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। অরুণ ঠিক করেছিল আমার বিয়ের জন্য একটা পাত্রী চাই বিজ্ঞাপন দেবে কাগজে। সে জন্য ও বন্ধু রাজীবকে দিয়ে দৈনিক কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। রাজীবের সামান্য একটা ভুলের জন্য আজ এতবড় ঘটনা ঘটে গেল।

রাজীব প্রথমে আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল ওর ভুলের জন্য। তারপর ব্যাখ্যা করল, কী করে আজকের খবরের পাতায় মারাত্মক ভুলটা হল। অরুণ আমার একটা পাসপোর্ট ছবি দিয়ে পাত্রী চাই বিজ্ঞাপনের ম্যাটারটা লিখে দিতে বলেছিল রাজীবকে। একটুকরো কাগজে মুড়িয়ে রাজীব সেই ছবি রেখে দিয়েছিল নিজের ব্যাগে। তিস্তা বাঁধের ধারে ইভটিজারদের হাতে সমর ঘোষের হত্যাকাণ্ডের পুরো রিপোর্ট কভার করে রাজীব ছুটেছিল নিহত সমর ঘোষের একটা ছবি সংগ্রহ করতে। সঙ্গে চিত্রসাংবাদিক বিশ্ববন্ধু। অনেক চেষ্টার পর একটা পাসপোর্ট সাইজের ছবিও সংগ্রহ করেছিল ওরা। তখন রাত আটটা। টাটকা খবরটা যে করেই হোক সকালের কাগজে ধরাতে হবে। আর তখনই তাড়াহুড়োয় ভুলটা হয়ে গেল। সমরেন্দ্রনাথ ঘোষরায়ের ছবি চলে গেল রিপোর্টের সঙ্গে। চায়ের কাপ হাতে রাজীব বলল, আগামী কালের কাগজে ভুলটা সংশোধিত হবে। ক্ষমা প্রার্থনাও করা হবে।

বিশ্ববন্ধুর ক্যামেরায় কয়েকটা ছবি দেখলাম। যে কিশোরীকে নিয়ে গণ্ডগোলের সূত্রপাত তার ছবিও আছে ক্যামেরায়। এক মাথা এলোমেলো চুল, চোখ দু'টোতে আতঙ্কের ছাপ। বিশ্ববন্ধু বলল, ওদের মধ্যে একটা অ্যাফেয়ার ছিল। ছেলেটা দীর্ঘদিন ধরে মেয়েটাকে ভালোবাসত। কলোনির অনেকেই জানে কথাটা। ছেলেটার একটা রাইভ্যাল তৈরি হয়েছিল। তার জেরেই খুনটা।

ক্যামেরায় ছবিগুলি দেখতে দেখতে আমি ভিতরে ভিতরে কেঁপে উঠছিলাম। কিশোরীর চোখ দু'টির সঙ্গে কী আশ্চর্য মিল! কলেজের মাঠে গীতিকার চোখ দু'টিও অবিকল এ রকম ছিল। কিশোরীকে আমি দেখিনি, কিন্তু মনে হচ্ছে গীতিকার সঙ্গে ওর অনেকগুলো বিষয়ে মিল আছে। নিশ্চয়ই মেয়েটির গানের গলা অসাধারণ।

রাজীব বলল, আপনি টেনশনে নেবেন না। আগামী কালের কাগজে ভুলটা সংশোধিত হবে। তারপর দেখবেন মানুষজন ভুলেও যাবে। কয়েকটা দিনের ব্যাপার।

রাজীবের কথার কোনও জবাব দিলাম না। ছাপার অক্ষরে ভুল হয়তো সংশোধন করা যায়। কিন্তু জীবনের সব ভুল কি ঠিক করা যায়, না কি সংশোধনযোগ্য। সারা রাত আমার ঘুম হল না। অন্তরাত্মা সারারাত বলে গেল আমার ভিতরে কোনও প্রতিবাদ নেই, প্রতিরোধ নেই, আমি ভীরু, কাপুরুষ। এ ভাবে বেঁচে থাকার মানে হয় না! জীবনটাকে এ ভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া অর্থহীন।

সকালে উঠে ঠিক করে ফেললাম, আজ আর স্কুলে যাব না। তিস্তা বাঁধের ওপারে কলোনিতে যাব - একাই। বন্ধু অরুণাংশুকে ফোনে বললাম, পাত্রী চাই বিজ্ঞাপনটা আর ছাপাতে হবে না। কারণ বিয়ের যোগ্য পাত্রী আমি পেয়ে গিয়েছি।

ওই কিশোরী, গীতারানি মণ্ডল কি আমাকে মন থেকে গ্রহণ করতে পারবে। আমি অপেক্ষা করে থাকব।

(অঙ্কন-অ/ভি)

একটুকরো কাগজে মুড়িয়ে রাজীব সেই ছবি রেখে দিয়েছিল নিজের ব্যাগে। তিস্তা বাঁধের ধারে ইভটিজারদের হাতে সমর ঘোষের হত্যাকাণ্ডের পুরো রিপোর্ট কভার করে রাজীব ছুটেছিল নিহত সমর ঘোষের একটা ছবি সংগ্রহ করতে। সঙ্গে চিত্রসাংবাদিক বিশ্ববন্ধু। অনেক চেষ্টার পর একটা পাসপোর্ট সাইজের ছবিও সংগ্রহ করেছিল ওরা। তখন রাত আটটা

অণুগল্প

মূল্যবোধ

জয়ন্ত সরকার

হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ঃ বাল্যবন্ধুরা
শুভ
সুপ্রভাত
৭.৩৫
সায়ন্তন
একটা খারাপ খবর। সন্দীপের বাবা আজ ভোর চারটের সময় মারা গিয়েছেন। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক।
৭.৩৭
শুভ
দুঃখের খবর। ওঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।
৭.৩৮
বিপ্লব
উনি তো পাটনায় পোস্টেড ছিলেন। রিটায়ারমেন্টের কয়েকমাস বাকি ছিল। শুনে খারাপ লাগছে।
৭.৪৫
সাত্যকি
সন্দীপের সঙ্গে ফোনে কথা হল। ও ন'টার ফ্লাইটে পাটনা যাচ্ছে। সামনে ছেলের পরীক্ষা। পরিবার যাচ্ছে না। দাহকার্য ওখানেই হবে।
৭.৫৫
দীপেশ
সন্দীপ সাবধানে থাকিস। তোর পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।
৮.০৫
... ...
... ...
শুভ
ভাই ঃ বাবা, দাদা দরজা খুলছে না।
বাবা ঃ খুলবে, খুলবে। কাল তো তোর দাদার বউভাত ছিল। ফুলশয্যার রাত, ক্লান্ত, তাই হয়তো -
ভাই ঃ ঠিক বাবা। কিন্তু কাল রাতে দাদা আমার কাছে কোল্ড-ক্রিম চেয়েছিল। আমি অন্ধকারে ভুল করে ওকে ফেভিকল দিয়ে দিয়েছি। সেইজন্য চিন্তা করছি।
১০.১৫

চাবুক

সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

'মে আই কাম ইন ম্যাডাম?'

নীলাদ্রি দাঁড়িয়ে আছে বিখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট মিস্ ভি. ব্যানার্জির চেম্বারের সামনে। সঙ্গে স্ত্রী অনুরাধা, পুত্র আকাশ। জন্ম থেকেই আকাশের হার্টে একটা ফুটো। অপারেশন ছাড়া পথ নেই। কিন্তু এই ব্যয়বহুল অপারেশন তার সাধ্যের বাইরে। এক বন্ধুর কথায় এখানে আসা। ডাক্তার ব্যানার্জি নাকি অনেককে সাহায্য করেন। ভিতর থেকে উত্তর আসে 'ইয়েস কাম ইন'। ভিতরে প্রবেশ করে হতবাক হয়ে যায় নীলাদ্রি। এ তো তার বি.এস.সি-র ক্লাসমেট ভাস্বতী। নীলাদ্রির বাবাও ছিলেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। এই ভাস্বতী তার বাবাকে দেখাতে এসে ভিজিটটা কিছু কম নিতে বলেছিল। উত্তরে তার বাবা বলেছিলেন, 'চিকিৎসাবিদ্যা আমার পেশা, চ্যারিটি নয়'। অনুরাধা ডাক্তারকে কী বলল সে কিছুই বুঝতে পারল না। হঠাৎ শুনল অনুরাধা বলছে, 'দিদি আপনার উপকার জীবনেও ... কিন্তু কথা শেষ হওয়ার আগেই ডাক্তার ব্যানার্জি বলে ওঠেন, 'নেক্সট'। নীলাদ্রির মনে হল পিঠে একটা চাবুক পড়ল।

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক